Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইতি আক্তার

রোলঃ 227020855

২৫ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

বে সবরের কুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইতি আক্তার

রোলঃ 227020855

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “বে সবরের কুফল” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইতি আক্তার, আইডিঃ 227020855 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " বে সবরের কুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৫ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইতি আক্তার

আইডিঃ 227020855

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা 6

২. সবর ও বে সবর কাকে বলে? 7

৩. সবরের গুরুত্ব 7

৪. সবরের প্রয়োজনীয়তা 8

৫. সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা 9

৬. সবর ঈমানের মূল 11

৭. সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ 12

৮. সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ 14

৯. রাসূলুল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর ধৈর্যশীলতা 17

১০. সবর হাসিল করার উপায় 18

১১. যে সকল ক্ষেত্রে সবর করা যাবে না 20

১২.আমলের ক্ষেত্রে বেসবর হলে তা বাতিল হবে 21

১৩. বিপদে বে সবর বান্দার অবস্থা 22

১৪. বিপদে বে সবর বান্দার করণীয় 23

১৫. মুসীবত নাযিল হলে যে ব্যাক্তি অসন্তষ্ট হয় তার হুকুম 25

১৬. মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস 27

১৭. বে সবর বান্দাদের চেনার উপায় 29

১৮. বালা মসিবতের মাধ্যমে সবরের পরীক্ষা 30

১৯. বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার 33

২০. মসিবতের চেয়ে নিআমতের পরীক্ষা বেশি কঠিন 34

২১. অসুস্থতার দিনে সবরের পরীক্ষা 35

২২. বে সবর আল্লাহর অসুন্তুষ্টির কারণ 36

২৩. বে সবরের পরিনতি 37
২৪. বে সবর সম্পর্কিত হাদীস 38
২৫. মসীবতে বে সবর হলে তা হতে উত্তোরণের উপায় 39
২৬. বে সবর কবিরা গুনাহ 41
২৭. কারো নিকট হতে কষ্ট পেলে যেভাবে সবর করব 41
২৮. সবর করতে না পারলেও কি পুরস্কার পাবে 42
২৯. সবরের বিনিময়ে জান্নাত 42
৩০. উপসংহার 43
তথ্যসূত্র 45

১. ভূমিকা

আল্লাহ তাআলার আদেশ পালন ও ইবাদত আনুগত্য যত্নবান থাকতে কিছু না কিছু কষ্ট হয়ই। কখনও সে কষ্ট হয় মানসিক কখনও দৈহিক এবং কখনও উভয় রকমের। আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের বিভিন্ন আয়াতে সবরের বয়ান করেছেন। সবর এমনই এক বিষয় যার ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাতে অত্যন্ত সুস্বাদু। যারা সবর করেছে তারা ব্যতিত অন্য কেউই এর স্বাদ বুঝবে না। ব্যক্তি যদি বিপদ-মুসিবতের শিকার হয়ে এতে সবর করে, আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান প্রাপ্তির নিয়ত করে সে এই সবর ও প্রতিদান প্রাপ্তির নিয়তের কারণে আল্লাহ্‌র কাছে সওয়াব পাবেন। বিপদটি মূলত তার গুনাহ মোচনকারী। বালা-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষার হেকমত হচ্ছে বালা-মুসিবতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সেটা যাচাই করা। বান্দা কি সবর করে নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নেয়ামত দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করার হেকমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবের অনেক স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে কর্মে উত্তম এবং তিনি তাদেরকে সৃজন করেছেন যাতে করে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন। মুসীবতের সময় সবর করা ভালো, কিন্তু উহা হইতে উত্তম হইল আল্লাহর কৃত বণ্টনের উপর সবর করা। পক্ষান্তরে যে বান্দার মধ্যে সবর নেই সে চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের শিকার হয়ে নিজেকে শয়তানের কাছে পরাস্থ করে দেয় এবং যাবতীয় মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সে সকল বান্দার পরিণতি হয় জাহান্নাম। তারা দুনিয়া ও আখিরাতের উভয় জীবনে ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হইল আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, ইহা অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না।[১৮] মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের নানান বিপদ-মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতার সামনে, সে বিশ্বাস করে যত সংকটই আসুক না কেন সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে তা হালকা ভাবে মেনে নেয়। বিপদে পড়েও খুশি থাকে। এ ক্ষেত্রে ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখে। কারণ, সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে তকদীরকে বিশ্বাস করে।[১০]

২. সবর ও বে সবর কাকে বলে?

الصبر শব্দটি صَبَرَথেকে গৃহীত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ বাধা প্রদান করা ও বিরত রাখা। যখন বাধা প্রদান করা হয় ও বিরত রাখা হয় তখন আরবীতে বলা হয় صبر। অধৈযর্তা-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা থেকে নফ্সকে বিরত রাখা, অভিযোগ পেশ করা, বিরক্তি প্রকাশ করা থেকে জবানকে বিরত রাখা এবং মুছীবতে পড়ে গালে চপেটাঘাত করা এবং জামা ছিড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহকে বিরত রাখাকে الصبرবলা হয়। সুতরাং সবর তিন প্রকার। আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেছেন, তা পালন করতে গিয়ে সবর করা, তিনি যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার ক্ষেত্রে সবর করা এবং তাক্বদীর অনুযায়ী যেসব মুছীবত আসে তাতে সবর করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করে, তিনি তার অন্তরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত"। (সূরা তাগাবুন: ১১) [1]

আর বে সবর বলতে বুঝায় আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ না করা এবং মন্দ কাজগুলি হতে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারাকে বুঝায়।

৩. সবরের গুরুত্ব

সবর বা ধৈর্য ধারণ করা আকীদার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। জীবনে বিপদ-মুসিবত নেমে আসলে অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। বরং ধৈর্য ধারণ করতে হবে। পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রতিদান পাওয়ার আশা করতে হবে।

ইমাম আহমদ রহঃ বলেন, "আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নব্বই স্থানে সবর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।"

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

"সবর হল জ্যোতি।" (মুসনাদ আহমদ ও মুসলিম)

উমর রা. বলেন, "সবরকে আমরা আমাদের জীবন-জীবিকার সর্বোত্তম মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি।" (বুখারী)

আলী রা. বলেন, “ঈমানের ক্ষেত্রে সবরের উদাহরণ হল দেহের মধ্যে মাথার মত।” এরপর আওয়াজ উঁচু করে বললেন, “যার ধৈর্য নাই তার ঈমান নাই।”

আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

“আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের চেয়ে উৎকৃষ্ট এবং ব্যাপকতর দান কাউকে দেন নি।” (সুনান আবু দাঊদ, অনুচ্ছেদ: নিষ্কলুষ থাকা। (সহীহ)

আলকামা বলেন, “আল্লাহ তায়ালা ‘যার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন’ সে হল ঐ ব্যক্তি যে বিপদে পড়লে বিশ্বাস করে এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। ফলে বিপদে পড়েও সে খুশি থাকে এবং সহজভাবে তাকে গ্রহণ করে।”

অন্য মুফাসসিরগণ উক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন, “যে ব্যক্তি বিপদে পড়লে বিশ্বাস রাখে যে এটা আল্লাহর ফায়সালা মোতাবেক এসেছে। ফলে সে সবর করার পাশাপাশি পরকালে এর প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখে এবং আল্লাহর ফয়সালার নিকট আত্মসমর্পণ করে আল্লাহ তায়ালা তার অন্তরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন, আর দুনিয়ার যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার বিনিময়ে তিনি তার অন্তরে হেদায়াত এবং সত্যিকার মজবুত একীন দান করেন। যা নিয়েছেন তার বিনিময় দান করবেন।[১০]

৪. সবরের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিটি পদক্ষেপে মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন। কারণ, এ পথে নামলে নানা ধরণের কষ্ট ও বিপদের মুখোমুখি হতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

“তোমার প্রভুর পথে আহবান কর হেকমত এবং ভাল কথার মাধ্যমে। আর সর্বোত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক কর। তোমার প্রভু তো সব চেয়ে বেশি জানেন, কে তাঁর পথ থেকে বিপথে গেছে আর তিনিই সব চেয়ে বেশি জানেন কারা সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।...আর ধৈর্য ধর। ধৈর্য ধর কেবল আল্লাহর উপর।” (সূরা নাহল: ১২৫-১২৭)

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে গেলেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। কারণ, এ পথে মানুষের পক্ষ থেকে নান ধরণের যাতনার সম্মুখীন হতে হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা লোকমান সম্পর্কে বলেন, (তিনি তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন):

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰی مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

"হে বৎস, নামায প্রতিষ্ঠা কর, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ কর। আর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। বিপদে ধৈর্য ধরণ করা তো বিশাল সংকল্পের ব্যাপার।" (সূরা লোকমান: ১৭)

তাকদীরকে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি রোকনের একটি। তাকদীরের উপর ঈমান রাখলে তার অনেক সুফল পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি হল, বিপদে ধৈর্য ধারণ।আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন বালা-মুসিবত দেন এক মহান উদ্দেশ্যে। তা হল এসবের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা বান্দার গুনাহ মোচন করে থাকেন। যেমন আনাস রা. বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

"আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান তখন দুনিয়াতেই তাকে শাস্তি দেন। কিন্তু বান্দার অকল্যাণ চাইলে তিনি তার গুনাহের শাস্তি থেকে বিরত রেখে কিয়ামতের দিন তার যথার্থ প্রাপ্য দেন।

ইবনে তাইমিয়া রহঃ বলেন, বিপদ-মুসিবত হল নেয়ামত। কারণ এতে গুনাহ মাফ হয়। বিপদে ধৈর্য ধারণ করলে তার প্রতিদান পাওয়া যায়। বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছে আরও বেশি রোনাজারি করতে হয়। তার নিকট আরও বেশি ধর্না দিতে হয়। আল্লাহর নিকট নিজের অভাব ও অসাহয়ত্তের কথা তুলে ধরার প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি জীব থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হয়। বিপদের মধ্যে এ রকম অনেক বড় বড় কল্যাণ নিহিত রয়েছে।[১০]

৫. সর্বাবস্থায় সবরের আবশ্যকতা

পৃথিবীতে মানুষ যে সকল অবস্থার মুখোমুখি হয়, সেই সকল অবস্থায় দুই প্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ, হয় সেগুলি তাহার চাহিদা ও স্বার্থের অনুকুল হবে, না হয় প্রতিকূল। অনুকূল বা প্রতিকূল উভয় ক্ষেত্রেই সবর করতে হবে। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰۤى ۙ﴿۶﴾

اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ﴿۷﴾

অর্থাৎ- মানুষ সীমালংঘন করে, এই কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে। (সূরা আ'লাক ৬-৭ আয়াত)

জনৈক বুজুর্গ বলেন, বিপদাপদের সময় ঈমানদার সবর করে। কিন্তু- নিরাপদ অবস্থায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন, বিপদের তুলনায় নিরাপদ অবস্থায় সবর করা অধিক কঠিন। ছাহাবায়ে কেরামের নিকট সম্পদের আগমন ঘটলে তারা বলতেন, দারিদ্র্য ও বিপদের সময় যখন আমাদের পরীক্ষা নেয়া হয়, তখন আমরা সবর করলাম। কিন্তু আমরা যখন নিরাপত্তা ও স্বচ্ছলতার ফেৎনার শিকার হলাম, তখন আমরা সবর করিতে পারলাম না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তানাদির ফেৎনা সম্পর্কে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَ لَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

অর্থাৎ- মোমেনগণ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল না করে (সূরা মুনাফিকুন ৯ আয়াত)

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

অর্থাৎ- তোমাদের কোন কোন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক।

আল্লাহ পাক যথার্থ বলিয়াছেন-

অর্থাৎ- "তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষাস্বরূপ"। এই আয়াত পাঠের পর তিনি বললেন, আমি আমার সন্তানকে পড়িয়া যাওয়ার উপক্রম হতে দেখে নিজেকে সংবরণ করতে পারলাম না এবং তাকে তুলে নিলাম। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এর ফলাফল চিন্তা করুন।

মোটকথা, স্বচ্ছলতা ও নিরাপত্তার সময় সবর করা ইহা অনেক বড় কাজ। এই সময় সবর করার অর্থ হলো, তার প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হওয়া এবং এমন মনে করা যে, এটি আমার নিকট ক্ষণস্থায়ী আমানত যা খুব শীঘ্রই আমার নিকট হতে পৃথক হয়ে যাবে। সুতরাং বিষয়-সম্পদের উপর তুষ্ট হয়ে ভোগ-বিলাসে নিমগ্ন থাকা কোনক্রমেই উচিৎ না। বরং আল্লাহর দেওয়া এই সম্পদ ও নেয়ামত দ্বারা আল্লাহর হক আদায় করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় করা, অপর কাউকেও দৈহিকভাবে সাহায্য করা এবং মুখে সত্য কথা বলা ইত্যাদি। এই জাতীয় সবর শোকরের সহিত সংশ্লিষ্ট। শোকরের উপর কায়েম না হওয়া পর্যন্ত এই সবর পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।[১৮]

৬. সবর ঈমানের মূল

সবর হইল ঈমানের মূল। কারণ, সর্বোত্তম নেকী হলো তাকওয়া যা সবর দ্বারা অর্জিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, চারটি বিষয়ের উপর ঈমানের স্থিতি নির্ভরশীল। যথা- একীন, সবর, জেহাদ ও সুবিচার। তিনি আরো বলিয়াছেন, ঈমানের সঙ্গে সবরের সম্পর্ক এমন, যেমন দেহের সঙ্গে মস্তকের সম্পর্ক। অর্থাৎ, মস্তক ব্যতীত যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, অনুরূপ যার সবর নাই, তার যেন ঈমান নাই। বালা-মুসীবত হতে সবর করা হলে এর নাম সবরই বলা হবে এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় নৈরাশ্য। যদি অর্থ-বিত্ত ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে এই সবরের নাম আত্মসংযম। এর বিপরীত অবস্থা হলো আস্ফালন। রণাঙ্গনে মৃত্যুর মুখোমুখি হইয়া যদি সবর করা হয় তবে উহার নাম বীরত্ব এবং উহার বিপরীত অবস্থা হইল কাপুরুষতা। ক্রোধ হজম করার ক্ষেত্রে এই সবর করা হলে উহার নাম হবে সহনশীলতা এবং এর বিপরীত অবস্থা হলে ক্রোধান্ধতা। যুগের কোন আপদ হতে যদি সবর করা হয় তবে এর নাম হবে অসিম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হবে স্বল্প সাহসিকতা। কোন কথা গোপন রাখার বিষয়ে যদি এই সবর করা হয় তবে তাকে বলা হবে "গোপন বিষয় রক্ষক"। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণের ক্ষেত্রে যদি সবর করা হয় তবে এর নাম যুহুদ বা সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত অবস্থা হলো লোভ ও সংসারাসক্তি। আর নফসের যাবতীয় চাহিদার ক্ষেত্রে যদি স্বল্পতার উপর সবর করা হয় তবে এর নাম অল্পেতুষ্টি। এর বিপরীত অবস্থা হলো শাহওয়াত।

নিয়মিত সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা হওয়ায় যায় সিদ্দীক ও আল্লাহর নৈকট্যশীল বান্দা। এই শ্রেণীর লোকেরা আল্লাহকে স্বীয় পালনকর্তা জ্ঞান করে সর্বদা এই বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকে। তারা কখনো সরল পথ বর্জন করে না এবং কখনো আল্লাহর দিক হইতে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। এই শ্রেণীর লোকেরা দ্বীনী জযবার দাবী বিষয়ে নিজেদের অন্তর সম্পর্কে নিশ্চিত। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে –

ارْجِعِيٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

হে প্রশান্ত মন, তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরিয়া যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হইয়া। (সূরা ফাজর ২৮ আয়াত)[১৮]

৭. সবর বা ধৈর্যধারনে প্রতিবন্ধক কাজসমূহ

সবর বা ধৈর্য পালনের ক্ষেত্রে কিছু জিনিস মানুষকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তা নিম্নরূপ:
তাড়াহুড়া করা বা ত্বরা প্রবণতাঃ এটা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। সে দ্রুত কোনো কিছু পেতে চায়। এবং সময়ের পূর্বেই সে আশা করে। এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

خُلِقَ الۡاِنۡسَانُ مِنۡ عَجَلٍ ؕ سَاُورِیۡکُمۡ اٰیٰتِیۡ فَلَا تَسۡتَعۡجِلُوۡنِ

অর্থাৎ, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাড়াহুড়ার প্রবণতা দিয়ে। অচিরেই আমি তোমাদেরকে দেখাব আমার নিদর্শনাবলী। সুতরাং তোমরা তাড়াহুড়া করো না। (সূরা আম্বিয়া: ৩৭)
এখানে শব্দটি ব্যবহারিত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে ত্বরা। এর স্বরূপ হচ্ছে কোনো কাজ সময়ের পূর্বেই সম্পূর্ণ করা। এটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। অস্থিরতা ও তাড়াহুড়া মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। তাদের পক্ষে সহিষ্ণু ও শান্ত হওয়াটা কঠিন। যেমনি ভাবে কুরআনে এসেছে-

وَ یَدۡعُ الۡاِنۡسَانُ بِالشَّرِّ دُعَآءَهٗ بِالۡخَیۡرِ ؕ وَ کَانَ الۡاِنۡسَانُ عَجُوۡلًا

অর্থাৎ, আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে, যেমন তার দু'আ হয় কল্যাণের জন্য। আর মানুষ তো তাড়াহুড়াপ্রবণ। (সূরা বনি ইসরাঈল ১১)
এজন্য আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে নির্দেশ দিচ্ছেন তাড়াহুড়া না করে ধৈর্যধারণ করার জন্য। যেমন বলা হচ্ছে-

فَاصۡبِرۡ کَمَا صَبَرَ اُولُوا الۡعَزۡمِ مِنَ الرُّسُلِ وَ لَا تَسۡتَعۡجِلۡ لَّهُمۡ ؕ کَاَنَّهُمۡ یَوۡمَ یَرَوۡنَ مَا یُوۡعَدُوۡنَ ۙ
لَمۡ یَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا سَاعَۃً مِّنۡ نَّهَارٍ ؕ بَلٰغٌ ۚ فَهَلۡ یُهۡلَکُ اِلَّا الۡقَوۡمُ الۡفٰسِقُوۡنَ

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল সুদৃঢ় সংকল্পের অধিকারী রাসূলগণ। আর তাদের জন্য তাড়াহুড়া করো না। তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল, যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, মনে হবে তারা পৃথিবীতে এক দিনের কিছু সময় অবস্থান করেছে। সুতরাং এটা এক ঘোষণা, তাই পাপাচারী কওমকেই ধ্বংস করা হবে। (সূরা আহকাফ: ৩৫)
আর তাড়াহুড়া করাটা মুমিনদের গুণাবলি নয়। কেননা তাড়াহুড়াটা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। যেমনিভাবে তাড়াহুড়া সম্পর্কে ইমাম ইবনে কিয়াম বলেন- তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আর সে এর মাধ্যমে বান্দাদের মধ্যে চঞ্চলতা, উদ্দেশ্যহীনতা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

রাগান্বিত হওয়াঃ সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে রাগান্বিত হওয়া বা রুক্ষ স্বভাবের হওয়া। প্রতিশোধপরায়ণ স্বভাবের হয়ে থাকা। বিশেষ করে যারা আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয় তাদেরকে অবশ্যই এগুলোকে পরিহার করতে হবে। তারা হবে শান্ত ও নম্র স্বভাবের। যেমনিভাবে কুরআন বলছে-

وَ الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ وَ اِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ

অর্থাৎ, আর যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং যখন রাগান্বিত হয় তখন তারা ক্ষমা করে দেয়। (সূরা শুরা: ৩৭)

অন্য আয়াতে বলা হচ্ছে-

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ الْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَ الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ؕ وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ, যারা সুসময়ে ও দুঃসময়ে ব্যয় করে এবং ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

ক্রোধ বা রাগান্বিত হওয়া এটা ধৈর্যের পরিপন্থী/বিপরীত একটি কাজ। তাই ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে অবশ্যই ক্রোধ/রাগান্বিত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন- হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত বীর সে নয় যে কাউকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং আসল বীর হলো সে যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম) (বুখারী: ৬১১৪)

হতাশ বা নিরাশ হওয়াঃ হতাশ বা নিরাশ হওয়া সবরের প্রতিবন্ধকসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা হতাশার দ্বারা আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে যায়। বান্দা আল্লাহর গোলামী থেকে দূরে সরে যায় এবং অলসতা তাকে ঘিরে ধরে। যার ফলে সে আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরে যায়। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে হতাশ ও দুঃখিত না হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন। যেমন বলা হচ্ছে-

وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, আর তোমরা দুর্বল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, আর তোমরাই বিজয়ী হবে যদি মুমিন হয়ে থাক। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

অন্য আয়াতে ইয়াকুব (আ.) তার সন্তানদের বলেছেন-

يٰبَنِىَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ لَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ

অর্থাৎ, 'হে আমার ছেলেরা, তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজখবর নাও। আর তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। কেননা কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না'। (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

তাই ধৈর্যশীলদের উচিত হচ্ছে হতাশ না হওয়া। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে পথ চলা ও বিপদে ধৈর্যধারণ করা।

সংকীর্ণতা ও বিষন্নতাঃ সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা সবরের প্রতিবন্ধক কাজসমূহের মধ্যে অন্যতম। কেননা সংকীর্ণতা ও বিষন্নতা ধৈর্যধারণে বাধা প্রদান করে থাকে। যেমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তার প্রিয় হাবীবকে বলেছেন-

وَ اصۡبِرۡ وَ مَا صَبۡرُکَ اِلَّا بِاللّٰہِ وَ لَا تَحۡزَنۡ عَلَیۡہِمۡ وَ لَا تَکُ فِیۡ ضَیۡقٍ مِّمَّا یَمۡکُرُوۡنَ

অর্থাৎ, আর তুমি সবর কর। তোমার সবর তো শুধু আল্লাহর তাওফীকেই। তারা যেসব ষড়যন্ত্র করছে তুমি সে বিষয়ে সংকীর্ণমনা হয়ো না। (সূরা নাহল: ১২৭)[১৯]

৮. সবর বা ধৈর্যধারণে সহায়ক কাজসমূহ

আল্লাহর রহমতের প্রশস্ততা ও করুণার ব্যাপকতার স্মরণ

মুসিবত দৃশ্যত অসহ্য-কষ্টদায়ক হলেও পশ্চাতে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। তাই বান্দার কর্তব্য আল্লাহর সুপ্রশস্ত রহমতের ওপর আস্থাবান থাকা। এরশাদ হচ্ছে:

کُتِبَ عَلَیۡکُمُ الۡقِتَالُ وَ ہُوَ کُرۡہٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تَکۡرَہُوۡا شَیۡئًا وَّ ہُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تُحِبُّوۡا شَیۡئًا وَّ ہُوَ شَرٌّ لَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ

অর্থাৎ, "এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছো অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।" (সূরা বাক্বারা: ২১৬)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "মুমিনের বিষয়টি চমৎকার, আল্লাহ তায়ালা যা ফয়সালা করেন, তা-ই তার জন্য কল্যাণকর।" (মুসনাদে আহমদ: ২০২৮৩)

আল্লাহ তায়ালা মানব জাতিকে যে সমস্ত নেয়ামত ও অনুদান দ্বারা আবৃত করেছেন, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা, যাতে এ অনুভূতির উদয় হয় যে, বর্তমান মুসিবত বিদ্যমান নেয়ামতের তুলনায় বিন্দুমাত্র। আল্লাহ তায়ালা চাইলে মুসিবত আরো বীভৎস-কঠোর হতে পারত। তদুপরি আল্লাহ তায়ালা আরো যে সমস্ত বালা মুসিবত থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যেসকল দুর্ঘটনা থেকে নাজাত দিয়েছেন, তা অনেক বড়, অনেক বেশী।

বিপদ-আপদে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন

সবরের সহায়ক কাজগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কাজ হচ্ছে বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। মূলত মুমিন ব্যক্তিদের বৈশিষ্ট্যই হলো যখন বিপদে

আক্রান্ত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ لَنَبۡلُوَنَّكُمۡ بِشَیۡءٍ مِّنَ الۡخَوۡفِ وَ الۡجُوۡعِ وَ نَقۡصٍ مِّنَ الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَنۡفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِیۡنَ ﴿۱۵۵﴾
الَّذِیۡنَ اِذَاۤ اَصَابَتۡهُمۡ مُّصِیۡبَۃٌ ۙ قَالُوۡۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَیۡهِ رٰجِعُوۡنَ ﴿۱۵۶﴾
اُولٰٓئِکَ عَلَیۡهِمۡ صَلَوٰتٌ مِّنۡ رَّبِّهِمۡ وَ رَحۡمَۃٌ ۟ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُهۡتَدُوۡنَ ﴿۱۵۷﴾

অর্থাৎ, আর তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। যারা তাদেরকে যখন বিপদ আক্রান্ত করে তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয় আমরা তার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তাদের ওপরই রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মাগফিরাত ও রহমত এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত। (সূরা বাক্বারা: ১৫৫-১৫৭)

রাসূল (সা.) ও তার পূর্ববর্তী পূণ্যবান ব্যক্তিদের জীবন চরিত পর্যালোচনা করা

রাসূল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহভীরু মুসলিম জাতির জন্য আদর্শ। বস্তুত রাসূল (সা.) কে উত্তম আদর্শ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে তিনি যেন মানুষকে সঠিক পথপ্রদর্শন করাতে পারেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলছেন-

لَقَدۡ کَانَ لَکُمۡ فِیۡ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُسۡوَۃٌ حَسَنَۃٌ لِّمَنۡ کَانَ یَرۡجُوا اللّٰهَ وَ الۡیَوۡمَ الۡاٰخِرَ وَ ذَکَرَ اللّٰهَ کَثِیۡرًا

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। (সূরা আহযাব: ২১)

রাসূল (সা.)-এর সীরাত চিন্তাশীল, গবেষকদের উপজীব্য ও সান্ত্বনার বস্তু। তার পূর্ণ জীবনটাই ধৈর্য ও ত্যাগের দীপ্ত উপমা। লক্ষ্য করুন, স্বল্প সময়ের মধ্যে চাচা আবু তালিব, রাসূল (সা.) থেকে কাফিরদের অত্যাচার প্রতিহত করতেন; একমাত্র বিশ্বস্ত সহধর্মিণী খাদিজা; কয়েকজন ঔরসজাত মেয়ে এবং ছেলে ইব্রাহিম ইন্তেকাল করেন। চক্ষুযুগল অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ভারাক্রান্ত, স্নায়ুতন্ত্র ও অস্থিমজ্জা নিশ্চল নির্বাক। এরপরও প্রভুর ভক্তিমাখা উক্তি:

"চোখ অশ্রুসিক্ত, অন্তর ব্যথিত, তবুও তা-ই মুখে উচ্চারণ করব, যাতে প্রভু সন্তুষ্ট, হে ইব্রাহিম! তোমার বিরহে আমরা গভীর মর্মাহত।" (সহীহ বুখারী: ১৩০৩) আরো অনেক আত্মোৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরাম মারা যান, যাদের তিনি ভালোবাসতেন, যারা তার জন্য উৎসর্গ ছিলেন। এত সব দুঃখ-বেদনা তার শক্তিতে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ধৈর্য-অভিপ্রায়গুলো ম্লান করতে পারেনি। তদ্রূপ যে আদর্শবান পূর্বসূরীগণের জীবনচরিত পর্যালোচনা করবে, তাদের কর্মকুশলতায় অবগাহন করবে, সে সহসাই অবলোকন করবে,

তারা বিবিধ কল্যাণ ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী একমাত্র ধৈর্যের সিঁড়ি বেয়েই হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ

অর্থাৎ, "নিশ্চয় তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রত্যাশা করে, আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, সপ্রশংসিত।" (সূরা মুমতাহিনা: ৬)

আপত্তি অভিযোগ ও অস্থিরতা ত্যাগ করা

যে কোনো বিপদাপদের সময় অসহিষ্ণুতা ও আপত্তি-অভিযোগ পরিহার করা। এটাই সান্ত্বনার শ্রেয়পথ। শান্তির উপায়-উপলক্ষ। যে এর থেকে বিরত থাকবে না, তার কষ্ট ও অশান্তি দ্বিগুণ হবে। বরং সে নিজেই স্বীয় শান্তি বিনাশকারী- নিঃশেষকারী। কোন অর্থেই তার জন্য ধৈর্য প্রযোজ্য হবে না, মুসিবত থেকে নাজাতও পাবে না। কারণ ধৈর্য যদি হয় বিপদাপদ মূলোৎপাটনকারী, অধৈর্যতা তার পৃষ্ঠপোষকতা-দানকারী। যার বিশ্বাস আছে, নির্ধারিত বস্তু নিশ্চিত হস্তগত হবে, নির্দিষ্ট বস্তু নিশ্চিত অর্জিত হবে, তার ধৈর্য পরিহার করা নিরেট বিড়ম্বনার আরেকটি মুসিবত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مَاۤ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ ﴿۲۲﴾

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَ لَا تَفْرَحُوْا بِمَاۤ اٰتٰىكُمْ ؕ وَ اللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿۲۳﴾

অর্থাৎ, "যমীনে এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যে এমন কোনো মুসীবত আপতিত হয় না, যা আমি সংঘটিত করার পূর্বে কিতাবে লিপিবদ্ধ রাখি না। নিশ্চয় এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। যাতে তোমরা আফসোস না কর তার ওপর যা তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে এবং তোমরা উৎফুল্ল না হও তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার কারণে। আর আল্লাহ কোনো উদ্ধত ও অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা হাদীদ: ২২-২৩) [১৯]

৯. রাসূলুল্লাহ রাসূল (সাঃ) এর ধৈর্যশীলতা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কঠিন বিপদের মধ্যেও দৃঢ় হিমাদ্রির ন্যায় ধৈর্যশীল থাকতেন। মাক্কী জীবনের আতংকময় পরিবেশে এবং মাদানী জীবনের প্রতি মুহূর্তে জীবনের হুমকির মধ্যেও তাঁকে কখনো ভীত-বিহবল ও অধৈর্য হতে দেখা যায়নি। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ঘনঘোর যুদ্ধের বিভীষিকার মধ্যে আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিতাম। তিনিই সর্বদা শত্রুর নিকটবর্তী থাকতেন (আহমাদ হা/৬৫৪, সনদ ছহীহ)। শত্রুর ভয়ে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবার কোন ঘটনা তাঁর জীবনে নেই। অভাবে-অনটনে, দুঃখে-বেদনায়, সর্বাবস্থায় তিনি কঠিন ধৈর্য অবলম্বন করতেন। এমনকি তিনদিন না খেয়ে পেটে পাথর বেঁধে সৈন্যদের সাথে অবর্ণনীয় কষ্টে খন্দক খোঁড়ার কাজে অংশ নিলেও চেহারায় তার প্রকাশ ঘটতো না। বরং সৈন্যদের সাথে আখেরাতের কবিতা পাঠের মধ্য দিয়েই খুশীমনে নিজ হাতে খন্দক খুঁড়েছেন। শত্রুদের শত্রুতা যতই বৃদ্ধি পেত তাঁর ধৈর্যশীলতা ততই বেড়ে যেত। ওহুদ ও হোনায়েন যুদ্ধে তাঁর বীরত্ব ও অসম সাহসিকতা ছিল অচিন্তনীয়।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে চলছিলাম। এসময় তাঁর উপর মোটা জরিদার একটি নাজরানী চাদর শোভা পাচ্ছিল। হঠাৎ এক বেদুঈন এসে তাঁর চাদর ধরে এমন হেচকা টান দিল যে, তিনি বেদুঈনের বুকে গিয়ে পড়েন। এতে আমি দেখলাম যে, জোরে টান দেওয়ার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর ঘাড়ের উপর চাদরের দাগ পড়ে গেল। অতঃপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আল্লাহর মাল যা তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে দেবার নির্দেশ দাও। তখন রাসূল (ছাঃ) তার দিকে তাকালেন ও হাসলেন। অতঃপর তাকে কিছু দান করার জন্য আদেশ দিলেন'। উক্ত ঘটনায় রাসূল (ছাঃ)-এর অতুলনীয় ধৈর্য ও দানশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অসংখ্য ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে। [১৪]

১০. সবর হাসিল করার উপায়

সবর হাসিল করার কিছু উপায়ের মধ্যে-

এক. বিপদাপদে নিজেকে স্থির রাখা ও আল্লাহ তাআলার ফায়সালার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন।

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ،ا لَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّاۤ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ.

আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব (কখনো (কিছুটা ভয়-ভীতি দ্বারা, (কখনো (ক্ষুধা দ্বারা এবং) কখনো (জান-মাল ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা। সুসংবাদ শোনাও তাদেরকে, যারা) এরূপ অবস্থায় (সবরের পরিচয় দেয়। যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই এবং আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। সূরা বাকারা ২ : (১৫৫-১৫৬)

দুই. প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে গোনাহ ও অন্যায় থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী ও দ্বীনের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনে সদা তৎপর থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ !সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলার সময় অবিচলতা প্রদর্শন কর এবং সীমান্ত রক্ষায় স্থিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করে চল, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা আলে ইমরান : (২০০)

এখানে সবর শব্দটি অনেক ব্যাপক। এর অনেক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। যথা :আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে অবিচলতা প্রদর্শন করা, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনের ইচ্ছা ও চাহিদাকে দমন করা এবং কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করা। এখানে এই তিন প্রকার সবরই উদ্দেশ্য হতে পারে। তাওযীহুল কুরআন, পৃ .১৮৫

তিন. জিহাদের ময়দানে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন

وَ لَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَ جُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَاۤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّ ثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَي الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ.

তারা যখন জালূত ও তার সৈন্যদের মুখোমুখি হল তখন তারা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক !আমাদেরকে সবর দান কর এবং আমাদেরকে অবিচল-পদ রাখ। এবং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান কর। সূরা বাকারা ২৫০

চার.যালেম ও অত্যাচারীদের যুলুম নির্যাতন সহ্য করা।

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلٰي مَا كُذِّبُوْا وَ اُوْذُوْا حَتّٰي اَتٰىهُمْ نَصْرُنَا وَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَ لَقَدْ جَآءَكَ مِنْ نَّبَاِي الْمُرْسَلِيْنَ.

বস্তুত তোমাদের পূর্বে বহু রাসূলকে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে যে মিথ্যাবাদী বলা হয়েছে এবং কষ্ট দেওয়া হয়েছে তাতে তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল; যে পর্যন্ত না তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছেছে। এমন কেউ নেই, যে আল্লাহর কথা পরিবর্তন করতে পারে। পূর্ববর্তী রাসূলগণের কিছু ঘটনা তোমার কাছে তো পৌঁছেছেই। সূরা আনআম ৩৪

এখানে শারীরিক ও মানসিক দুই ধরনের কষ্টই উদ্দেশ্য হতে পারে।[২]

সবর যত কঠিনই হোক, ইলম ও আমল দ্বারা তা হাসিল করা যাবে। এই সবর এবং ইহার প্রতিবন্ধক বিবিধ প্রকার বিধায় তার চিকিৎসা তথা তা হাসিল করার উপায়ও বিভিন্ন রূপ। মনকে মোজাহাদা ও সাধনার উপকারিতা এবং ইহকাল ও পরকালে এর শুভ পরিণামের প্রতি উৎসাহিত করা। এর উপায় হলো- সবরের ফজিলত এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে যেই সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে তা বেশী বেশী পর্যালোচনা করা। যেমন এক রেওয়ায়েতে আছে- কোন বস্তু বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি উহার উপর সবর করা হয়, তবে এই সবরের কারণে আল্লাহ পাকের নিকট ঐ বিনাশপ্রাপ্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক বিনিময় পাওয়া যায়। কেননা, এই ক্ষেত্রে প্রাপ্ত বিনিময় ঈর্ষণীয় বটে। কিন্তু এর উপর সবর করার কারণে যেই বিনিময় পাওয়া যাবে, তা দ্বারা মৃত্যুর পর অনন্তকাল উপকৃত হওয়া যাবে।

সর্বদা জিকির-ওজিফা, নামাজ-তেলাওয়াত ইত্যাদিতে মশগুল থাকা এবং মুহূর্তের জন্যও গাফেল না হওয়া। সেই সঙ্গে মনের উপরও যাতনা উপস্থিত করতে হবে। কারণ, বাহ্যিক জিকির-ওজিফা দ্বারা মন আল্লাহতে নিবিষ্ট হয় না। উহার জন্য বরং বাতেনী ফিকির আবশ্যক। এই সকল বিষয় সম্পন্ন হওয়ার পর কেবল মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার ফিকিরই অন্তরে অবশিষ্ট থাকবে। অবশ্য এই মোজাহাদার ক্ষেত্রে গোটা সময়ের মধ্যে এমন কিছু অবস্থাও সৃষ্টি হবে যা জিকির-ওজিফার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াবে। যেমন- রোগ-ব্যধি, কোন মানুষ কর্তৃক উৎপীড়ন, কোন সাক্ষাৎপ্রার্থী দ্বারা বিঘ্নসৃষ্টি কিংবা যেই ব্যক্তি আহার-পানীয় ইত্যাদির যোগান দেয় তার সঙ্গে সাক্ষাত ইত্যাদি। তা ছাড়া নিজের আহার-পোশাক ও জরুরী আসবাব যদি নিজেই যোগাড় করা হয় তবে তার জন্যও একটি সময় বাহির করতে হবে। এই সকল আবশ্যকীয় কর্ম ব্যতীত অবশিষ্ট সময়ে অন্তর সাফ থাকবে।

আপন নফসকে অভ্যাসের বিপরীত আমলের পাবন্দ করার চেষ্টা করা। উদাহরণ স্বরূপ- যদি পরিপাট ও সাজ-সজ্জার অভ্যাস থাকে, তবে নিয়মিত কিছু নির্দিষ্ট সময় তা বর্জন

করে নিজেকে একেবারে সালণ ও হীন অবস্থায়েএনে দাঁড় করাবে দামী ও মূল্যবান পোশাক ত্যাগ করে ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরিধান করতে হবে। অর্থাৎ আহার-নিদ্রা, লেবাস-পোশাক, বাসস্থানসহ জীবনযাত্রার অপর সকল ক্ষেত্রেই আড়ম্বর ও লৌকিকতা পরিহার করে নেহায়েত "জরুরত পরিমাণ" এর উপর অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করতে হবে এবং ক্রমে পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। আর সর্বদা এই বিষয়ে সচেষ্ট থাকতে হবে, যেন এই নতুন অভ্যাসগুলি স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। কারণ, চিকিৎসার নিয়মই হইল, যেই স্বভাবের কারণে অনিষ্ট সৃষ্টি হয়েছে রোগীকে তার বিপরীত স্বভাবে অভ্যস্ত করে তোলা।
আত্মা ও স্বভাবের এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে সর্বদা ধীর গতি অবলম্বন করতে হবে। কারণ, স্বভাব বড় ভয়ানক বস্তু। এক দিনেই ইহার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয় না। সুতরাং এমন চেষ্টা করা যাবে না যে, এক দিনেই নিজেকে একেবারে অপমানিত ও জলীল অবস্থায় দাঁড় করে সহসাই পূর্ণাঙ্গ যাহেদ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে এই ধরনের তাড়াহুড়া দ্বারা বিশেষ কোন সুফল অর্জিত হয় না। সুতরাং দিনে দিনে ক্রমে একটি দুইটি স্বভাব ত্যাগ করে এবং একবার যা ত্যাগ করা হলো পরবর্তীতে তার উপর মজবুত থাকার চেষ্টা করে অগ্রসর হতে থাকলে ইনশাআল্লাহ একদিন গোটা স্বভাবেরই আমূল পরিবর্তন হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে যা প্রিয় ছিল এক্ষণে তাই অপ্রিয় মনে হতে থাকবে এবং কোন কিছু না পেলে তার উপর সবর করাও সহজ হবে। [১৮]

১১. যে সকল ক্ষেত্রে সবর করা যাবে না

শরীয়তের হুকুম হিসাবে সবর কয়েক প্রকার। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কতক সবর ফরজ, কতক মাকরূহ আবার কতক সবর হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়ে সবর করা ফরজ। যেই সকল বিষয় শরীয়তে মাকরূহ সেই সকল বিষয়ে সবর করা নফল। অনুরূপভাবে যেই সকল পীড়ণ শরীয়তে নিষিদ্ধ, সেই সকল বিষয়ে সবর করা হারাম। যেমন কেউ অন্যায়ভাবে কারো হাত কেটে ফেললো, আর সে তার কোন প্রতিবাদ না করে নীরবে সবর করল কিংবা কাহরো বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হলো আর এই ব্যক্তি তাতে কোন বাধা না দিয়ে নীরবে সবর করল। বলাবাহুল্য, এইরূপ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। এমনিভাবে যেই পীড়ন শরীয়তে হারাম না বটে কিন্তু মাকরূহ, এই ক্ষেত্রে সবর করাও মাকরূহ। মোটকথা, সবরের বিস্তারিত বিধি-বিধান জানা আবশ্যক। "সবর ঈমানের

অর্ধেক" কেবল এই কথা জেনে এমন মনে করা সঙ্গত হবে না যে, সকল ক্ষেত্রেই সবর করা উত্তম। [১৮]

১২.আমলের ক্ষেত্রে বেসবর হলে তা বাতিল হবে

ইবাদতের উপর সবর করার সময় তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।
প্রথমতঃ ইবাদতের পূর্বে। অর্থাৎ ইবাদতের পূর্বেই নিয়তকে সহী করে এই ক্ষেত্রে সম্ভাব্য সর্বপ্রকার আপদ বিপদ হইতে সবর করতে হবে। যেই ব্যক্তি নিয়তের হাকীকত, এখলাস, রিয়া, নফসের প্রতারণা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে, সেই ব্যক্তি ভালভাবেই জানতে পেরেছে যে, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখে সবর করা বড় কঠিন কাজ।
রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-
"নিয়তের উপরই আমল নির্ভরশীল।"
কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-
وَ مَآ اُمِرُوۡۤا اِلَّا لِیَعۡبُدُوا اللّٰہَ مُخۡلِصِیۡنَ لَہُ الدِّیۡنَ ۬ۙ حُنَفَآءَ وَ یُقِیۡمُوا الصَّلٰوۃَ وَ یُؤۡتُوا الزَّکٰوۃَ وَ ذٰلِکَ دِیۡنُ الۡقَیِّمَۃِ ؕ
অর্থাৎ- "তাদেরকে এ দ্বারা কোন নির্দেশ করা হয় নাই যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে। (সূরা বাইয়্যেনাহ - ৫ আয়াত)
দ্বিতীয়তঃ ঠিক আমল করার সময় সবর করা। অর্থাৎ আমল করার সময় আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল না হওয়া এবং শুরু হতে শেষ পর্যন্ত আমলের আদব ও বিধি-বিধান রক্ষা করে চলা। আর এই ক্ষেত্রে যেই সকল উপসর্গ আমলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তাতে সবর করতে হবে।
তৃতীয়তঃ আমল শেষ হওয়ার পর সবর করা। অর্থাৎ আমল শেষে প্রশংসাপ্রাপ্তি, উহার প্রচার, রিয়া ইত্যাদির প্রত্যাশা না করা এবং নিজেকে বিস্ময়ের নজরে না দেখা। অর্থাৎ আমল শেষ হওয়ার পর যেই সকল বিষয় আমলকে বাতিল ও বিনষ্ট করিয়া দেয়, উহার উপর সবর করতে হবে। অন্যথায় আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং উহা দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হওয়া যাবে না। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-
یٰۤاَیُّھَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِیۡعُوا اللّٰہَ وَ اَطِیۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَ لَا تُبۡطِلُوۡۤا اَعۡمَالَکُمۡ
হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ ৩৩ আয়াত)
অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ؕ وَ اللّٰهُ غَنِىٌّ حَلِيْمٌ
অর্থাৎ- যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু। (সূরা বাক্বারাহ ২৬৩ আয়াত)
সুতরাং যেই ব্যক্তি দান করার পর খোটা দেওয়া এবং অপরকে কষ্ট দেওয়ার ব্যাপারে সবর না করবে, তাহার আমল বাতিল বলে গণ্য হবে। [১৮]

১৩. বিপদে বে সবর বান্দার অবস্থা

বিপদে পড়লে যদি গুনাহ মোচন হয়, পাপরাশী ঝরে যায় তবে এটা তো বিশাল এক নেয়ামত। সাধারণভাবে বালা-মসিবত আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত লাভের মাধ্যম। তবে কোন ব্যক্তি যদি এ বিপদের কারণে এর থেকে আগের থেকে আরও বড় গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে তবে তা দ্বীনের ক্ষেত্রে তার জন্য বিশাল ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কারণ, কিছু মানুষ আছে যারা দারিদ্রতায় পড়লে বা অসুস্থ হলে তাদের মধ্যে মুনাফেকি, ধৈর্য হীনতা, মনোরোগ, স্পষ্ট কুফুরী ইত্যাদি নানান সমস্যা সৃষ্টি হয়। এমনকি অনেকে কিছু ফরয কাজ ছেড়ে দেয়। অনেকে বিভিন্ন হারাম কাজে লিপ্ত হয়। ফলে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার বড় ক্ষতি হয়ে যায়। সুতরাং এ রকম ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপদ না হওয়াই কল্যাণকর। মুসীবতের কারণে নয় বরং মুসীবতে পড়ে তার মধ্যে যে সমস্যা সৃষ্টি তার কারণে বিপদ না আসাই তার জন্য কল্যাণকর। [১০]
সবর আকীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। মুছীবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আকীদাকে নষ্ট করে ফেলে।
সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:
اِثْنَتَانِ فِيْ النَّاس هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى الأَنْسَابِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ
''মানুষের মধ্যে এমন দু'টি মন্দ স্বভাব রয়েছে যা দ্বারা তাদের কুফুরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে মানুষের বংশের মধ্যে দোষ লাগানো, অপরটি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা''।

এ দু'টি স্বভাব কুফুরীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা তা জাহেলী যামানার লোকদের স্বভাব ছিল। তবে যার মধ্যে কুফুরীর কোনো স্বভাব পাওয়া যায় সে সম্পূর্ণরূপে কাফের হয়ে যায়না। বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"যে ব্যক্তি মুছীবতে পড়ে স্বীয় গালে চপেটাঘাত করে, বুকের জামা ছিড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়"।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী:

وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

"জাহেলী যুগের ন্যায় চিৎকার করে" এর ব্যাখ্যায় আল্লামা ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন: জাহেলী যামানার চিৎকার বলতে এখানে জাতীয়তাবাদ এবং গোত্র প্রীতির দিকে আহবান করার কথা বলা হয়েছে। এমনি মাযহাব, দল এবং শাইখদের জন্য গোঁড়ামি করাও জাহেলিয়াতের আহবানের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ কোনো শাইখকে অন্য কারো উপর প্রাধান্য দিয়ে তার দিকে আহবান করা, এর উপর ভিত্তি করেই কাউকে বন্ধু বানানো, কাউকে শত্রু বানানো। এ সবগুলোই জাহেলিয়াতের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[১১]

১৪. বিপদে বে সবর বান্দার করণীয়

পার্থিব জগতে মুমিন বান্দা যেসব মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাক্বদীরকে মেনে নিবে। বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিজের নফ্‌সকে বিরত রাখবে। বিশেষ করে যখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে তার বান্দাদেরকে বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করে থাকেন। এর মাধ্যমে মানুষের গুনাহ-খাতা মাফ হয়। আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِى الدُّنْيَا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَفَّى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"আল্লাহ তা'আলা যখন তার কোনো বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তার কোনো বান্দার অমঙ্গল করতে

চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া হতে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পূর্ণরূপে শাস্তি দেন''। ইমাম তিরমিযী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং হাকেম হাসান বলেছেন।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, বিপদ-আপদ এক প্রকার নিয়ামত। কেননা এটি বান্দার গুনাহসমূহ মোচন করে দেয়। আর এটি সবরের আহবান জানায়। সবর করলে ছাওয়াব প্রদান করা হয়। মুছীবত মানুষকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে, তার জন্য নতি স্বীকার করায় এবং সৃষ্টি থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে এনে আল্লাহ তা'আলার দিকে ধাবিত করে। এ ছাড়াও মুছীবতের মাধ্যমে আরো অনেক স্বার্থ হাসিল হয়। সুতরাং বালা-মুছীবতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি মিটিয়ে দেন। এটি একটি বিরাট নিয়ামত। সুতরাং মুছীবত সমস্ত সৃষ্টির জন্যই বিরাট একটি রহমত ও নিয়ামত। কিন্তু বিপদগ্রস্থ বান্দা বিপদে পড়ে পূর্বের চেয়ে বড় গুনাহয় লিপ্ত হলে বান্দা দীনের দিক থেকে যে ক্ষতির মধ্যে পড়ে, সে কারণে আপদ-বিপদ তার জন্য ক্ষতিকর হয়। কেননা কতক মানুষ বালা- মুছীবতে পড়ে যখন ফকীর হয় অথবা অসুস্থ হয় কিংবা ব্যথিত হয়, তখন সে মুনাফেকী করে, অধৈর্য হয়, তার অন্তর অসুস্থ হয় এবং তার থেকে প্রকাশ্য কুফুরী দেখা দেয়। সেই সঙ্গে সে বেশ কিছু ওয়াজিব আমলও ছেড়ে দেয় এবং এমন কিছু হারাম কাজে লিপ্ত হয়, যা তার দীনকে ক্ষতিগ্রস্থ করে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

''পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কারও তত বড় হয়। আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতিও রয়েছে অসন্তুষ্টি''। ইমাম তিরমিযী রহি. হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হাসান বলেছেন।

মুছীবতে পড়ে সন্তুষ্ট থাকার অর্থ হলো বান্দা তার ব্যাপারটি আল্লাহর নিকট সোপর্দ করবে, আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ করবে এবং তার নিকট ছাওয়াব কামনা করবে। আর তাতে অসন্তুষ্ট হওয়ার অর্থ হলো কোনো জিনিসকে অপছন্দ করা এবং তাতে সন্তুষ্ট না থাকা। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ব্যবস্থা ও পরিচালনাধীন কোনো জিনিষের প্রতি অসন্তুষ্ট হলো, তার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে অসন্তুষ্টি রয়েছে

সমস্ত বিপর্যয়, দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর বিষয় প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা আবশ্যক। পার্থিব জীবনে মানুষ যেসব দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তাতে আল্লাহ

তা'আলা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ করেছেন। কেননা এর পিছনে শুভ পরিণাম রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিয়েছেন যে, তিনি সাহায্য ও সমর্থনের মাধ্যমে ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন”। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

মুমিন বান্দার রয়েছে এর বিশেষ প্রয়োজন। কেননা সবর মুমিনের আকীদাকে শক্তিশালী করে।[১১]

সুতরাং আপনাকে যে কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাতে ধৈর্য ধারণ করুন এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতেও লেগে থাকুন, তাদের কাছ থেকে বিমুখ হওয়া দেখলেও তা যেন আপনাকে আপনার কাজ থেকে বিমুখ না করে। আর বিশ্বাস করুন যে, আল্লাহর ওয়াদা হক। এতে কোন সন্দেহ নেই। এটা বিশ্বাস থাকলে আপনার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হবে। কারণ, বান্দা যখন জানতে পারে যে, তার কাজ নষ্ট হচ্ছে না, বরং সে সেটাকে পূর্ণমাত্রায় পাবে, তখন এ পথে যত কষ্টের মুখোমুখিই সে হোক না কেন, সে সেটাকে ভ্রুক্ষেপ করবে না, কঠিন কাজও তার জন্য সহজ হয়ে যায়, বেশী কাজও তার কাছে অল্প মনে হয়, আর তার পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যায়। কারণ, তাদের ঈমান দুর্বল হয়ে গেছে, তাদের দৃঢ়তা কমে গেছে, তাই তাদের বিবেক হাল্কা হয়ে গেছে, তাদের সবর কমে গেছে। সুতরাং আপনি তাদের থেকে সাবধান থাকুন। আপনি যদি তাদের থেকে সাবধান না থাকেন, তবে তারা আপনাকে বিচলিত করে দিতে পারে, আপনাকে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের উপর থেকে সরিয়ে দিতে পারে। কারণ, সাধারণত মন চায় তাদের মত হতে। আয়াত থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, প্রত্যেক মুমিনই দৃঢ়বিশ্বাসী, স্থির বিবেক সম্পন্ন, তাই তার জন্য ধৈর্য ধারণ করা সহজ। পক্ষান্তরে প্রত্যেক দুর্বল বিশ্বাসী, অস্থিরমতি থাকে। [সা'দী]

১৫. মুসীবত নাযিল হলে যে ব্যাক্তি অসন্তষ্ট হয় তার হুকুম

বালা-মুসীবত নাযিল হওয়ার সময় মানুষ চার স্তরে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা:

প্রথম স্তর: অসন্তুষ প্রকাশ করা। এটি আবার কয়েক প্রকার।

১ম প্রকার: আল্লাহ যে বিষয় নির্ধারণ করেছেন, তার কারণে অন্তর দিয়ে আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। এটা হারাম। কারণ, এধরণের অসন্তুষ্টি কখনো কুফুরীর দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرۡفٖۖ فَإِنۡ أَصَابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأَنَّ بِهِۦۖ وَإِنۡ أَصَابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّنۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَۚ﴾ [الحج: ١١]

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করে। যদি সে কল্যাণ প্রাপ্ত হয়, তবে ইবাদাতের উপর কায়েম থাকে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। সে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্থ।" [সূরা আল-হজ, আয়াত: ১১]

২য় প্রকার: কখনো অসন্তুষ্টি কথার মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দো'আ করা। এটাও হারাম।

তৃতীয় প্রকার: কখনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে হয়ে থাকে। যেমন, গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছেড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই হারাম এবং ধৈর্য্য ধারণের পরিপন্থী।

দ্বিতীয় স্তর: বিপদের সময় ধৈর্য্য ধারণ করা। যেমন, কোনো আরবী কবি বলেছেন 'বিপদের সময় ধৈর্য ধারণ করা খুবই কঠিন, কিন্তু এর শেষ পরিণাম খুবই সুমধুর।' কেননা এ সবর করাটা তার নিকট খুবই কঠিন তবুও সে সবর করে। বিপদগ্রস্ত হওয়াটা যেমন অপছন্দ করে তেমনি তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করাটাও তার নিকট অপছন্দনীয়। কিন্তু তার ঈমান তাকে অসন্তুষ্টি প্রকাশ থেকে বিরত রাখে। মোটকথা সে বিপদে আপতিত হওয়া এবং না হওয়াকে এক মনে করে না। এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

﴿وَٱصۡبِرُوٓاْۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّٰبِرِينَ﴾ [الانفال: ٤٦]

"তোমরা ধৈর্য্যধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৪৬]

তৃতীয় স্তর: বিপদ আসার পর সন্তুষ্ট থাকা এবং মুসীবত আসা ও না আসা উভয়কেই সমান মনে করা। তাই বিপদ আসলেও তার কাছে বিপদ সহ্য করা বেশি কঠিন মনে হয় না। গ্রহণযোগ্যমতে এ ধরণের ছবর মুস্তাহাব। ওয়াজিব নয়। এটা এবং পূর্ববর্তী স্তরের মাঝে পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট। বিপদ হওয়া এবং না হওয়া সমান মনে হওয়া সন্তুষ্ট থাকার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। এ প্রকারের এবং পূর্বের প্রকারের মাঝে পার্থক্য এ যে, পূর্বের প্রকারে বিপদে আপতিত ব্যক্তি বিপদকে কঠিন মনে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে।

চতুর্থ স্তর: শুকরিয়া আদায় করা। এটা সর্বোচ্চ স্তর। তা এই যে, বিপদের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা। কারণ, সে ভালো করেই জানে যে, এ সমস্ত বিপদাপদ গুনাহ মোচন এবং ছাওয়াব বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ الْمُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا»

"কোনো মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মোচন করেন। এমন কি শরীরে একটি কাঁটা বিধলেও তার বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হয়"। [৩]

১৬. মৃতব্যাক্তির জন্য ক্রন্দনে বে সবর সম্পর্কিত হাদিস

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করে কাঁদলেন এবং তাঁর পাশে যারা ছিল তাদেরকেও কাঁদালেন। এরপর বললেন: আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি চেয়েছি মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার; কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। তখন আমি তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছি। তিনি আমাকে সে অনুমতি দিয়েছেন।" [সহিহ মুসলিম (৯৭৬)]

যদি কান্নার সাথে গালে চপেটাঘাত করা, জামাকাপড় ছেড়া ও আল্লাহ্‌র তাকদীরের প্রতি অসন্তুষ্টি যুক্ত হয়; তাহলে সেটি নাজায়েয। যেহেতু আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[সহিহ বুখারী (১২৯৪)]

নববী (রহঃ) বলেন:

"মর্সিয়া-ক্রন্দন, বিলাপ করা, গালে চড় মারা, জামাকাপড় ছিড়ে ফেলা, চেহারাতে খামচি মারা, চুল ছেড়া ও হায়হুতাশ করে আর্তনাদ করা; এই সবকিছু মাযহাবের আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। জমহুর আলেম স্পষ্টভাবে হারাম বলেছেন। একদল আলেম হারাম হওয়ার মর্মে ইজমা উদ্ধৃত করেছেন।" [শারহুল মুহায্‌যাব (৫/২৮১) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে আব্দুল বার্‌র বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: فإذا وجب فلا تبكين باكية (যদি অবধারিত হয়ে যায়; তাহলে ক্রন্দনকারিনী হবে না) । এখানে অবধারিত হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য মৃত্যু। অর্থ হচ্ছে: (আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ) মৃত্যুর পর চিৎকার ও বিলাপের কোন কিছু জায়েয নয়। তবে অশ্রু-বিজর্সন ও অন্তর ভারাক্রান্ত হওয়া বৈধ হওয়ার পক্ষে সাব্যস্ত হাদিস রয়েছে এবং একদল আলেম এর পক্ষে রয়েছেন।"[আল-ইসতিযকার (৩/৬৭) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ বিন বায (রহঃ) বলেন, "মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা ও সওয়াব প্রাপ্তির নিয়ত করা; বিলাপ না করা, জামাকাপড় না ছেড়া, গালে চপেটাঘাত না করা ইত্যাদি। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি গালে চপেটাঘাত করে, জামাকাপড় ছিড়ে এবং জাহেলী যামানার আর্তনাদ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" যেহেতু তিনি সহীহ হাদিসে আরও বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে জাহেলী যামানার চারটি বিষয় রয়েছে; যেগুলো তারা ত্যাগ করবে না: আত্মগুণ নিয়ে অহংকার করা, বংশের উপর কালিমালেপন করা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা এবং মৃতের জন্য বিলাপ করা।

যেহেতু তিনি আরও বলেছেন: "যদি বিলাপকারিনী নারী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে তাহলে তাকে এমন অবস্থায় তোলা হবে যে, তার গায়ে থাকবে আলকাতরার জামা এবং অভ্যন্তরীণ জামা হবে (তথা চামড়া হবে) খোসপাঁচড়ার।" [সহিহ মুসলিম]

নিয়াহা (বিলাপ) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে: উচ্চস্বরে মৃতের জন্য ক্রন্দন করা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "আমি প্রত্যেক উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারিনী, মাথা-মুণ্ডণকারিনী ও জামা-ছিন্নকারিনী থেকে মুক্ত"। "মাথা-মুণ্ডণকারিনী" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী মুসিবতের সময় মাথার চুল ফেলে দেয় কিংবা টেনে তুলে ফেলে। "জামা-ছিন্নকারিনী" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী বিপদের সময় গায়ের জামা ছিড়ে ফেলে। আর "উচ্চস্বরে ক্রন্দনকারিনী" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- যে নারী মুসিবতের সময় কণ্ঠস্বরকে উঁচু করে। এর প্রত্যেকটি অধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ। তাই কোন নারী বা পুরুষের জন্য এর কোনটি করা জায়েয নয়"।[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৩/৪১৪) থেকে সমাপ্ত]। [8]

আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَعَنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ.

''নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন মাথা মুন্ডনকারিণী, বিলাপকারিণী ও পোশাক ছিন্নকারিণী মহিলাকে''। (নাসায়ী ১৮৬৯)

আবূ উমামাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَعَنَ الْـخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ.

"নিশ্চয়ই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন সে মহিলাকে যে নিজ চেহারায় খামচি মারে, নিজ বুকের কাপড় ছিঁড়ে এবং নিজ ধ্বংসকে আহবান করে''। (ইব্নু মাজাহ্ ১৬০৭)

কেউ জীবিত থাকাবস্থায় নিজ পরিবারকে বিলাপের ব্যাপারে সতর্ক না করলে সে মারা যাওয়ার পর তার পরিবার তার জন্য বিলাপ করলে তাকে সে জন্য কবরে শাস্তি দেয়া হবে।

'উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ.

"মৃত ব্যক্তিকে তার উপর কারোর বিলাপের কারণে তার কবরেই তাকে শাস্তি দেয়া হবে"। (বুখারী ১২৯২) [১৫]

১৭. বে সবর বান্দাদের চেনার উপায়

আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন- রায্যাক (জীবিকাদাতা) এবং তিনিই উত্তম জীবিকাদানকারী। পৃথিবীতে বিচরণকারী প্রত্যেকটি জীবের জীবিকা আল্লাহরই দায়িত্বে। কোন লোভাতুরের লোভ অথবা হিংসুকের হিংসা কাউকে তার জীবিকা হতে বঞ্চিত করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী মানুষের জীবিকার মধ্যে তারতম্য করেন। যেমনিভাবে মানুষের আকার-আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রের মধ্যেও তিনি ভিন্নতা দিয়ে থাকেন। আল্লাহ তাআলা মানুষের জীবিকার মধ্যে বিস্তৃতি দেন। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকার সচ্ছলতা দেন, যাকে ইচ্ছা জীবিকা সংকুচিত করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর পূর্ববর্তী জ্ঞান ও লিপিকার ভিত্তিতে মানুষের জীবিকা বণ্টন করেন। তাঁর পূর্ব জ্ঞান ও লিপিকাতে রয়েছে বান্দাদের মধ্যে কে সচ্ছল জীবিকা পাবে, আর কে সংকুচিত জীবিকা পাবে। এর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর প্রভূত হেকমত (গূঢ় রহস্য)। তাঁর সকল হেকমত অনুধাবন করা বান্দার সাধ্যে নেই। জীবিকায় সচ্ছলতা দান ও সংকোচনের একটি হেকমত হচ্ছে- নেয়ামত দিয়ে অথবা বিপদ-আপদ দিয়ে বান্দাকে পরীক্ষা করা। "আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"[সূরা আম্বিয়া, ৩৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: "মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, তাকে সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন তখন সে বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন। এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন এভাবে যে, তার রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে: আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।[সূরা ফজর, আয়াত: ১৫-১৬] এই বক্তব্যের পর আল্লাহ তাআলা বলেন: "এটা অমূলক"। অর্থাৎ মানুষ যা ধারনা করে প্রকৃত অবস্থা তদ্রূপ নয়। বরঞ্চ জীবিকার সচ্ছলতা ও সংকোচন বান্দার জন্য একটি

পরীক্ষা; তাকে সম্মান দেয়া বা অপমান করা নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে শুকরগুজার ও ধৈর্যশীল বান্দা এবং অকৃতজ্ঞ ও অধৈর্য বান্দাদের চেনা যায়। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞানী। [৫]

১৮. বালা মসিবতের মাধ্যমে সবরের পরীক্ষা

বালা-মুসিবতের মাধ্যমে পরীক্ষার হেকমত হচ্ছে বালা-মুসিবতে পড়লে বান্দার কি অবস্থা হয় সেটা যাচাই করা: বান্দা কি সবর করে; নাকি হতাশ হয়ে পড়ে। আর নেয়ামত দেয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা করার হেকমত হচ্ছে বান্দার অবস্থা ফুটিয়ে তোলা; বান্দা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে; নাকি কৃতঘ্ন হয়ে যায়!

বনী আদমের সকল কর্মকাণ্ড, তার সকল বিষয়, জীবনের খুঁটিনাটি সবকিছু পরীক্ষার আওতাভুক্ত। তার জীবনটাই পরীক্ষা। তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা। তার অসুস্থতা পরীক্ষা। তার সুখ-শান্তি পরীক্ষা। তার সম্পদ পরীক্ষা। তার রিযিক পরীক্ষা। তাকে ঘিরে যা কিছু আছে সবকিছু তার জন্য পরীক্ষা। তার ইলম পরীক্ষা। এ সবকিছু আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দার জন্য তার চলার পথ নির্বাচন করার পরীক্ষা। বান্দা কি ডান পথ গ্রহণ করে; নাকি বাম পথ। বান্দা কি রহমানের বাধ্য হয়ে চলে; নাকি শয়তানের বাধ্য হয়ে চলে। এ কারণে আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"[সূরা মুলক, আয়াত: ২] আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "আর তিনিই আসমানসমূহ ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, আর তাঁর আর্‌শ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে আমলে শ্রেষ্ঠ তা পরীক্ষা করার জন্য।"[সূরা হুদ, আয়াত: ০৭] আল্লাহ্‌ তাআলা বলেন: "আর আল্লাহ্‌ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে এক উম্মত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। কাজেই সৎকাজে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছিলে, সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন।"[সূরা মায়িদা, আয়াত: ৪৮] আল্লাহ্‌ তাআলা আরও বলেন: "তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খলীফা বানিয়েছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কিছু সংখ্যককে কিছু সংখ্যকের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। নিশ্চয়

আপনার রব দ্রুত শাস্তিপ্রদানকারী এবং নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।”[সূরা আনআম, আয়াত: ১৬৫]

এ আয়াতগুলো প্রমাণ করে যে, মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে উদ্দেশ্য হচ্ছে ‘পরীক্ষা’। এ পরীক্ষা মধ্যে রয়েছে ইবাদতের দায়িত্বগুলো অর্পণ। সুতরাং যে ব্যক্তি যথাযথভাবে ইবাদত আদায় করবে – সকল কল্যাণকে অন্তর্ভুক্তকারী ইবাদতের ব্যাপকার্থক যে সংজ্ঞা তার ভিত্তিতে – সে সফলকাম। আর যে ব্যক্তি এতে কসুর করবে সে তার কসুর অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

ইবনুল কাইয়্যেম (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ্ তাআলা জানাচ্ছেন যে, তিনি বিশ্বজগৎ, মৃত্যু, জীবন এবং পৃথিবীকে এর ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা দিয়ে সুশোভিত করেছেন পরীক্ষার উদ্দেশ্যে। তিনি যেন পরীক্ষা করে নিতে পারেন তাঁর মাখলুকের মধ্যে কে কর্মে উত্তম। যার কর্ম হবে তার রবের পছন্দ অনুযায়ী। এর মাধ্যমে মাখলুক তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, বিশ্বজগৎকে যে লক্ষ্যে সৃজন করা হয়েছে সে বাস্তবায়ন করবে। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে- রবের বন্দেগী করা; যে বন্দেগীর মধ্যে নিহিত রয়েছে রবের ভালবাসা ও আনুগত্য। এটাই হচ্ছে- উত্তম আমল। যে আমল তাঁর ভালবাসা ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী পালিত হয়।[‘রওযাতুল মুহিব্বীন’ পৃষ্ঠা- ৬১ থেকে সমাপ্ত]

আল্লামা মুহাম্মদ আল-আমীন আল-শানক্বিতী (রহঃ) সূরা যারিয়াত এর ৫৬ নং আয়াত “আমি মানুষ ও জ্বিন জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি” এর তাফসির করতে গিয়ে বলেন: এ আয়াতে কারীমার গবেষণালব্ধ অর্থ হচ্ছে -ইনশাআল্লাহ্-: ‘শুধু আমার ইবাদতের জন্য’ অর্থাৎ তাদেরকে শুধু আমার ইবাদত করার নির্দেশ দেয়ার জন্য এবং দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য। অতঃপর কর্ম অনুযায়ী আমি তাদেরকে প্রতিদান দিব: ভাল আমল করলে ভাল; খারাপ আমল করলে খারাপ।

আমরা গবেষণালব্ধ এজন্য বললাম যেহেতু আল্লাহ্‌র কিতাবের অনেক মুহকাম আয়াত এ অর্থটি নির্দেশ করে। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবের অনেক স্থানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে কর্মে উত্তম এবং তিনি তাদেরকে সৃজন করেছেন যাতে করে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিতে পারেন।

আল্লাহ্ তাআলা সূরা কাহাফের প্রথমদিকে বলেন:

“নিশ্চয় যমীনের উপর যা কিছু আছে আমরা সেগুলোকে তার শোভা করেছি, মানুষকে এ পরীক্ষা করার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ।” [সূরা কাহাফ, আয়াত: ৭]

এ আয়াতগুলোতে পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে যে, সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদেরকে এ পরীক্ষা করা যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। এটি আল্লাহ্‌র ‘আমার ইবাদতের জন্য...’ আয়াতকে ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। কুরআন দিয়ে কুরআন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে কুরআন ব্যাখ্যার সর্বোত্তম পদ্ধতি।

এ কথা সুবিদিত যে, আমলের ফলাফল পরিপূর্ণ হবে না নেককারের নেকের প্রতিফল ও পাপীর পাপের প্রতিদান দেয়া ব্যতিরেকে। তাই, আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে তাদেরকে সৃষ্টি করার গূঢ় রহস্য উল্লেখ করেছেন। এরপর তাদেরকে পুনরুত্থানের কথা উল্লেখ করেছেন: আর পুনরুত্থান হচ্ছে ভালো লোকের ভাল কাজের ও মন্দ লোকের মন্দ কাজের প্রতিদান দেয়া। সূরা ইউনুসের সূচনাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “সৃষ্টিকে তিনিই প্রথম অস্তিত্বে আনেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদেরকে ইনসাফপূর্ণ প্রতিফল প্রদানের জন্য। আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত গরম পানীয় ও অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি। কারণ তারা কুফরী করত।”[সূরা ইউনুস, আয়াত: ০৪] আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন: “আর আসমানসমূহে যা কিছু আছে ও যমীনে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যাতে তিনি তাদের কাজের প্রতিফল দিতে পারেন যারা মন্দ কাজ করে এবং তাদেরকে তিনি উত্তম পুরস্কার দিতে পারেন যারা সৎকাজ করে।”[সূরা নাজম, আয়াত: ৩১]

আল্লাহ্ তাআলা মানুষের এমন ধারণাকে নাকচ করে দিয়েছেন যে, তাকে অহেতুক ছেড়ে দেয়া হয়েছে; তাকে কোন আদেশ বা নিষেধ করা হয়নি। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, তিনি ধাপে ধাপে স্থানান্তরিত করে তাকে অস্তিত্বে এনেছেন; যাতে মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করতে পারেন অর্থাৎ তার কর্মের প্রতিদান দিতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে? সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? তারপর সে ‘আলাকায়’ পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন। অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল নর ও নারী। তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?” [৬]

১৯. বড় পরীক্ষায় বড় পুরস্কার

বড় কিছু অর্জন করতে গেলে বড় কিছু বিসর্জন দিতে হয়। বড় কোনো পুরস্কার পেতে গেলে বড় ধরনের পরীক্ষা দিতে হয়। জান্নাতের মহা পুরস্কার লাভ করতে গেলে দুনিয়াতে বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। তাই বহু ঈমানদারের জীবনে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদ লেগে থাকে।

এর কারণ ব্যাখ্যা করে রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিনের জন্য দুনিয়া কারাগারসদৃশ ও কাফিরের জন্য জান্নাতসদৃশ।' (মুসলিম, হাদিস: ২৯৫৬)

বিভিন্নমুখী বিপদাপদ মোকাবেলা করতে করতে দুনিয়ায় দুঃখজর্জরিত মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করবে, তখন তার আর কোনো গুনাহ থাকবে না। রাসুল (সা.) বলেন, 'মুমিন নর-নারীর নিজ জীবন, সন্তান ও সম্পদে সর্বদা বালা-মুসিবত লেগেই থাকবে। অতঃপর সে আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবে এমন অবস্থায় যে তার কোনো গুনাহ থাকবে না।

' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৯)

পক্ষান্তরে দুষ্ট লোকদের সাময়িক অবকাশ দেওয়া হয়। দুনিয়ায় পাপী, অবিশ্বাসী ও খারাপ মানুষের জয়জয়কার দেখে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'বরং আল্লাহ তাদের উপহাসের বদলা নেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার মধ্যে ছেড়ে দেন বিভ্রান্ত অবস্থায়।' (সুরা বাকারা, আয়াত: ১৫)

কিন্তু এই অবকাশ তাদের কোনো কল্যাণ বয়ে আনে না; বরং কিয়ামতের দিন এদের কঠিনভাবে পাকড়াও করা হবে।

রাসুল (সা.) বলেন, 'যখন আল্লাহ তাঁর কোনো বান্দার অমঙ্গল চান তখন তার গুনাহের বদলা নিজের কাছে আটকে রাখেন, যাতে কিয়ামতের দিন পুরোপুরিভাবে তাকে বদলা দিতে পারেন।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৬)

এ দুনিয়ায় সর্বাধিক বিপদগ্রস্ত কারা—এমন প্রশ্নের জবাবে রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'এ দুনিয়ায় সবচেয়ে কঠিন বিপদগ্রস্ত হলেন নবীরা। তারপর ক্রমানুযায়ী সর্বোচ্চ নেককাররা। মুমিন পরীক্ষিত হবে তার দ্বিন অনুযায়ী। যদি সে দ্বিনের বিষয়ে কঠিন হয়, তাহলে তার পরীক্ষা সে অনুযায়ী কঠিন হবে।

আর যদি সে দ্বিনের ব্যাপারে ঢিলা হয়, তার পরীক্ষা অনুরূপ হালকা হবে। মুমিনের ওপর এভাবে পরীক্ষা চলতে থাকবে। এমন একসময় আসবে যে সে জমিনের ওপর চলাফেরা করবে এমন অবস্থায় যে তার কোনো গুনাহ থাকবে না।' (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৮)

কেননা, মুমিনের জন্য বালা-মুসিবত গুনাহের কাফফারাস্বরূপ। রাসুল (সা.) বলেন, ‘মুমিন কোনো ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, কষ্ট বা উদ্বিগ্নতা ভোগ করে না, এমনকি তার কোনো কাঁটাও বিঁধে না, যেগুলোর বিনিময়ে কাফফারা হিসেবে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করেন না।’ (বুখারি, হাদিস: ৫৬৪১)

কাজেই দুনিয়াতে যার পরীক্ষা যত বড়, তার পুরস্কার তত বড়। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই বড় পুরস্কার বড় পরীক্ষার ফলে হয়ে থাকে। আল্লাহ যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি সেই পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য থাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।’ (তিরমিজি, হাদিস: ২৩৯৬) [৭]

২০. মসিবতের চেয়ে নিআমতের পরীক্ষা বেশি কঠিন

স্বাভাবিকভাবে আমরা দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক, অভাব-অনটন ইত্যাদিকেই কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা মনে করি। কিন্তু বাস্তবতা হল, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-শোক ইত্যাদি অনাকাক্সিক্ষত ও অপ্রীতিকর অবস্থা যেমন পরীক্ষা তেমনি সুখ-শান্তি, সম্পদ-প্রাচুর্য, আরাম-আয়েশ, স্বস্তি-সুস্থতা ইত্যাদি কাক্ষিত ও প্রীতিকর অবস্থাও পরীক্ষার বিষয়। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে এবিষয়ে আমাদের সচেতন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-
وَ نَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً.
আর আমি মন্দ ও ভালো দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করি। -সূরা আম্বিয়া (২১):৩২

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম রাহ .বলেন, অর্থাৎ তোমরা যেসব বিষয় পছন্দ কর) যেমন, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, স্বস্তি-সুস্থতা, ধন-ঐশ্বর্য ইত্যাদি (এবং যা কিছু অপছন্দ কর) যেমন দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন, রোগ-শোক ইত্যাদি (সবই পরীক্ষা। উদ্দেশ্য- যাচাই করা যে, তোমরা পছন্দ ও কাক্সিক্ষত বিষয়ের শোকর কর কি না এবং অপছন্দ ও অনাকাক্সিক্ষত অবস্থায় সবর কর কি না। -তাফসীরে তবারী ১৪/৪৪০

ইবনে কাসীর রাহ .বলেন, অর্থাৎ আমি কখনো তোমাদের উপর বিপদ-আপদ নাযিল করি এবং কখনো নিআমতরাজি দান করি। উদ্দেশ্য হল পরীক্ষা করা যে, নিআমত পেয়ে কে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, আর কে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে। এবং দুঃখ-কষ্টে কে সবর করে, আর কে নিরাশ হয়ে যায়। -তাফসীরে ইবনে কাসীর ৫/৩৪২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ ۫ وَ بَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَ السَّیِّاٰتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ.

তাদের মধ্যে কতক ছিল সৎকর্মশীল এবং কতক অন্য রকম। আমি তাদেরকে ভালো ও মন্দ অবস্থা দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যাতে তারা) সঠিক পথের দিকে (ফিরে আসে। -সূরা আরাফ : ১৬৮

কারো জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যে ঘেরা, কেউবা দুঃখ-দুর্দশায় ন্যুব্জ; কিন্তু পরীক্ষার ভেতর আছে সকলেই এবং সব অবস্থা-ই পরীক্ষার অবস্থা। রোগ-শোক, দৈন্য-দুর্দশা যে পরীক্ষা, মানুষ সাধারণত তা বোঝে। তাই এসব হালতে মানুষ সবর করার চেষ্টা করে। একে-অপরকে সবরের নসীহত করে। মানুষের দিল-মন তখন কিছুটা হলেও আল্লাহর দিকে রুজু হয়। এমনকি কাফের-মুশরিকরাও বড় বড় মসিবতের সময় আল্লাহকে ডাকতে শুরু করে।

আল্লামা মাজদুদ্দীন ফায়রুযাবাদী রাহ .বলেন, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কখনো পরীক্ষা করেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দ্বারা, যাতে তারা শোকর করে। কখনো পরীক্ষা করেন দুঃখ-দৈন্য দিয়ে, যাতে তারা সবর করে। অতএব নিআমত ও মসিবত উভয়টাই পরীক্ষা। মসিবত আসলে সবর করতে হবে, আর নিআমত পেলে শোকর করতে হবে। তবে নিআমতের হক আদায় করে শোকর করার চেয়ে মসিবতে সবর করা সহজ। সুতরাং মসিবতের পরীক্ষার তুলনায় সুখ-শান্তির পরীক্ষা কঠিন। এজন্যেই তো হযরত উমর রা . বলেছেন-

بُلِيْنَا بِالضَّرَّاءِ فَصَبَرْنَا، وَبُلِيْنَا بِالسَّراءِ فَلَمْ نَصْبِرْ.

আমাদের উপর বিপদের পরীক্ষা এসেছিল। তখন আমরা সবর করেছি। কিন্তু যখন আমাদের উপর সুখের পরীক্ষা এল তখন আমরা ছবর শোকর করতে পারিনি।[৮]

২১. অসুস্থতার দিনে সবরের পরীক্ষা

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি জীবন এবং মৃত্যু দান করেছেন মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য। ভালো জিনিস দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেন, আবার দুঃখ-কষ্ট দিয়েও তিনি পরীক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, ‘জীবমাত্রকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমি পরীক্ষা করার জন্য তোমাদের মন্দ ও ভালোতে লিপ্ত করি এবং তোমাদের সবাইকে আমারই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (সুরা আম্বিয়া, আয়াত: ৩৫)

অসুস্থতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বান্দার ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি বান্দার বিশ্বাস কতটুকু, তা পরীক্ষা করে থাকেন। আল্লাহ চান বান্দা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হয়ে যাক। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো বান্দার কল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাড়াতাড়ি দুনিয়াতে তাকে বিপদে নিক্ষেপ করেন। আর যখন তিনি তাঁর কোনো বান্দার অকল্যাণ সাধন করতে চান, তখন তাকে তার অপরাধের শাস্তি প্রদান হতে বিরত থাকেন। তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাকে পুরোপুরি শাস্তি দেন। তিনি আরো বলেন, বিপদ যত মারাত্মক হবে, প্রতিদানও তত মহান হবে। আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের (বিপদে ফেলে) পরীক্ষা করেন। যে লোক তাতে (বিপদে) সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) সন্তুষ্টি বিদ্যমান। আর যে তাতে অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য (আল্লাহ তাআলার) অসন্তুষ্টি বিদ্যমান। (জামে তিরমিজি, হাদিস : ২৩৯৬)[৯]

২২. বে সবর আল্লাহর অসুন্তুষ্টির কারণ

আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীম এর সুরা আল আম্বিয়া ৩৫নং আয়াত এ বলেছেন,

كُلُّ نَفۡسٍ ذَآئِقَةُ الۡمَوۡتِ ؕ وَ نَبۡلُوۡكُمۡ بِالشَّرِّ وَ الۡخَیۡرِ فِتۡنَۃً ؕ وَ اِلَیۡنَا تُرۡجَعُوۡنَ

অর্থ: জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।

কখনো দুঃখ-দুর্দশা দিয়ে, কখনো পার্থিব সুখ-শান্তি দিয়ে, কখনো সুস্বাস্থ্য ও প্রশস্ততা দিয়ে, কখনো অসুস্থতা ও সংকীর্ণতা দিয়ে, কখনো ধনবত্তা ও বিলাস-সামগ্রী দিয়ে, কখনো দরিদ্রতা ও অভাব দিয়ে পরীক্ষা করে থাকি। যাতে কে কৃতজ্ঞ ও কে অকৃতজ্ঞ, কে ধৈর্যশীল ও কে অধৈর্য তা আমি পরীক্ষা করি। কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির এবং অকৃতজ্ঞতা ও ধৈর্যহীনতা আল্লাহর অসন্তুষ্টির বড় কারণ। প্রত্যেক মানুষের তার কর্মানুসারে ভাল-মন্দ প্রতিদান দেওয়া হবে। যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য উত্তম এবং যারা অসৎকর্মশীল তাদের জন্য মন্দ বিনিময় দেওয়া হবে। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

২৩. বে সবরের পরিনতি

ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। [আস যুমার: ১০]

ঈমান ও তাকওয়ার পথে কষ্ট অনিবার্য এবং প্রবৃত্তি ও আত্মার চাহিদাকেও কুরবানী করা অবধারিত। যার জন্য ধৈর্যের দরকার। এই জন্য ধৈর্যশীলদের মাহাত্ম্যও বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের ধৈর্যের প্রতিদান এমন অপরিসীম ও অগণিত রূপে দেওয়া হবে যা কোন ওজন বা হিসাবের যন্ত্র দ্বারা ওজন বা হিসাব করা সম্ভব হবে না। অর্থাৎ তাদের পুরস্কার অপরিমিত হবে। কারণ যার হিসাব করা যায়, তার একটি সীমা থাকে আর যার কোন সীমা ও শেষ নেই,তা গণনা করা অসম্ভব। এটি ধৈর্যের এমন বৃহৎ মাহাত্ম্য যা অর্জন করার চেষ্টা প্রত্যেক মুসলিমকে করা উচিত। কারণ অধৈর্য হয়ে হা-হুতাশ, ক্ষোভ প্রকাশ বা কান্না-কাটি করে কষ্ট ও বিপদ দূর করা যায় না, যে কল্যাণ ও বাঞ্ছিত জিনিস লাভে বঞ্চনা আসে, তা অর্জন করা যায় না এবং যে অপছন্দনীয় অবস্থা এসে যায়, তা দূর করা সম্ভব হয় না। অতএব মানুষের উচিত, সবর করে সেই বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হওয়া, যা আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। [তাফসীরে আহসানুল বায়ান]

বে সবর বান্দাদের প্রতি ইঙ্গিত করে কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে-

وَ لَوۡ شِئۡنَا لَاٰتَیۡنَا کُلَّ نَفۡسٍ هُدٰىهَا وَ لٰکِنۡ حَقَّ الۡقَوۡلُ مِنِّیۡ لَاَمۡلَـَٔنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الۡجِنَّۃِ وَ النَّاسِ اَجۡمَعِیۡنَ

আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সঠিক দিক নির্দেশ দিতাম; কিন্তু আমার এই উক্তি অবধারিত সত্য যে, আমি জিন ও মানব সকলকে দিয়ে অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব। (সূরা সেজদা ১৩ আয়াত)

উপরোক্ত শ্রেণীর লোকেরাই আখেরাতের তুলনায় পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়। কেহ তাদেরকে হেদায়েত করতে চাইলে তাদের অবস্থা কি দাঁড়ায় লক্ষ্য কর-

فَاَعۡرِضۡ عَنۡ مَّنۡ تَوَلّٰی ۬ۙ عَنۡ ذِکۡرِنَا وَ لَمۡ یُرِدۡ اِلَّا الۡحَیٰوۃَ الدُّنۡیَا ﴿۲۹﴾

ذٰلِکَ مَبۡلَغُهُمۡ مِّنَ الۡعِلۡمِ ؕ اِنَّ رَبَّکَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنۡ ضَلَّ عَنۡ سَبِیۡلِهٖ ۙ وَ هُوَ اَعۡلَمُ بِمَنِ اهۡتَدٰی ﴿۳۰﴾

অর্থাৎ- অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার দিক হতে আপনি মুখ ফিরিয়ে নিন। তাদের জ্ঞানের পরিধি এই পর্যন্তই। (সূরা নাজম ২৯-৩০ আয়াত)

বর্ণিত অবস্থার পরিচয় হলো, মোজাহাদা ও চেষ্টা-তদ্বির ত্যাগ করতঃ পার্থিব কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। ইহা নির্বুদ্ধিতার চরম স্তর। রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন-

সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থার জন্য আমল করে। আর সেই ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের ইচ্ছার অনুকরণ করে এবং আল্লাহর নিকট বাসনা করে। অর্থাৎ- এই শ্রেণীর লোককে কে উপদেশ দিলে বলে, আমি তো তওবা করতে চাচ্ছি কিন্তু সময় হয়ে উঠতেছে না। সুতরাং এই কারণে তার আশাও করছি না। আর তওবা করার ইচ্ছা না থাকলে বলে, আল্লাহ পাক তো গাফুরুর রাহীম এবং ক্ষমাশীল ও দয়ালু, তিনি ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহর জমিনে সবচাইতে বড় অপরাধ হলো, প্রবৃত্তি ও খাহেশাতে নফসানীর আনুগত্য করা এবং সব চাইতে উত্তম বস্তু হলো আকল ও বিবেক-বুদ্ধি। এক্ষণে এই সর্বাধিক উত্তম বস্তুটিকে সর্বাধিক মন্দ বিষয়ের অনুগত করা, এ অপেক্ষা অধিক নাশোকরী আর কিছুই হতে পারে না। [১৮]

২৪. বে সবর সম্পর্কিত হাদীস

রাবী [আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত শেষ হবে না যে পর্যন্ত না কোন লোক কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় উক্ত কবরের উপরে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপের সাথে বলবে, হায়রে, কতই না ভালো হত, এ কবরবাসীর স্থানে যদি আমিই এ কবরের অধিবাসী হতাম? তার এ আকাঙ্ক্ষা দীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না; বরং দুনিয়ার বিপদ ও মুসীবতের তাড়নায় অধৈর্য হয়ে প্রকাশ করবে।[১২]

আবূ উমামা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আল্লাহ তা'আলা বলবেন: হে বনি আদম, যদি তুমি ধৈর্যধারণ কর ও প্রথম দুঃখের সময় অধৈর্য না হয়ে তাতে সওয়াবের আশা কর, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না"। [ইবনু মাজাহ] হাদিসটি হাসান।

২৫. মসীবতে বে সবর হলে তা হতে উত্তোরণের উপায়

মসীবতে পতিত হয়ে পেরেশানী হতে বাঁচার অন্যতম চিকিৎসা হচ্ছে, বান্দা এই দৃঢ় বিশ্বাস করবে, যেই মসীবতে সে আক্রান্ত হয়েছে, তা কখনই তাকে ছাড়ার ছিলনা। আর যেই মসীবতে সে পড়েনি, তা তার তাকদীরে লিপিবদ্ধই ছিলনা। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন-

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِى كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُواْ بِمَا آتَاكُمْ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

''পৃথিবীতে এবং তোমাদের উপর যে বিপদ আসে তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। এটা এ জন্যে, যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তার জন্য উল্লাসিত না হও। আল্লাহ্ কোন উদ্দ্যত অহংকারীকে পছন্দ করেন না''।

মসীবতে পড়ে কেউ যদি স্বীয় মসীবতটি নিয়ে একটু চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে দেখতে পাবে যে, তার রব (প্রভু) তার জন্য ছুটে যাওয়া বস্তু অনুরূপ বা তার চেয়ে আরও উত্তম বস্তু রেখে দিয়েছেন। মসীবতে পড়ে সে যদি সবর করে ও তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এমন বস্তু সঞ্চয় করে রেখেছেন, যা ঐ মসীবতের চেয়ে অনেক বড়।

মসীবতে পতিত ব্যক্তির উচিৎ তার ডানে-বামে তাকিয়ে অন্যান্য মসীবতগ্রস্ত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া। সে অচিরেই দেখতে পাবে যে, কোন উপত্যকাই মসীবতগ্রস্ত থেকে খালী নেই এবং প্রত্যেক গ্রাম ও শহর শুধু সুখী মানুষে ভরপুর নয়। দুনিয়ার সুখ অল্প সময় হাসালেও অধিক সময় কাঁদায়, এক দিন খুশী করলে যুগ যুগ ধরে কষ্ট দেয় এবং অল্প সময় ভোগ করালেও অধিক সময় বঞ্চিত করে।

মসীবতের সময় এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করা জরুরী যে, হা-হুতাশ করে হারিয়ে যাওয়া বস্তুকে ফেরত আনা যাবে না এবং দুঃখও লাঘব হবে না; বরং পেরেশানী ও হাতাশা আরও বৃদ্ধি পাবে।

মসীবতে পড়লে বান্দা বিশ্বাস করবে যে, ধৈর্যধারণকারী এবং ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীগণকে যে নিয়ামাত ও ছাওয়াব দেয়ার ওয়াদা করা হয়েছে, তা মসীবতের চেয়ে বহুগুণ বড়। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

''সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এ সব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত''।

জেনে রাখা উচিৎ যে, হতাশা প্রকাশ করলে এবং ধৈর্যহারা হলে মসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি ক তাঁর প্রভুকে ক্রোধান্বিত করে, শয়তানকে খুশী করে, প্রতিদান নষ্ট করে এবং স্বীয় নফস্কে দুর্বল করে। আর বান্দা ছাওয়াবের আশায় সবর করার মাধ্যমে শয়তানকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করে।

বান্দার আরও জেনে রাখা উচিৎ যে, সবরের মাধ্যমে যে স্বাদ ও আনন্দ অর্জিত হয়, তা হারিয়ে যাওয়া জিনিসটি ফেরত পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অনেক গুণ বেশী। মসীবতের বদলে তার জন্য বাইতুল হামদই যথেষ্ট, যা মসীবতে ইন্না লিল্লাহ্ পাঠকারীর জন্য এবং মসীবতের সময় তার প্রভুর প্রশংসা করার কারণে তার জন্য বানিয়ে রাখা হয়েছে।

মসীবতের সময় বান্দা তার মনকে এই ভেবে শান্তনা দিবে যে, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে উত্তম বদলা দিবেন। কেননা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যে কোন জিনিষ হারালে বদলা পাওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহকে হারিয়ে ফেললে এর কোন বদলা পাওয়া যায়না।

বান্দার বুঝা উচিৎ যে, তার নসীবে যে পরিমাণ মসীবত লেখা ছিল, তা আসবেই। সুতরাং যে এতে সন্তুষ্ট থাকবে, আল্লাহ্ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হবেন, যে অসন্তুষ্ট হবে, তার উপর আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হবেন।

জেনে রাখা উচিৎ ধৈর্য হারা হওয়ার শেষ পরিণতি হল অনিচ্ছাকৃত সবর। অর্থাৎ মসীবতে পড়ে কিংবা প্রিয় ও কাঙ্খিত বস্তু হারিয়ে মাত্রাতিরিক্ত হাহুতাশ করলেও এক সময় তাকে সবর করতেই হবে এবং উচ্চঃস্বরে কান্নাকাটি ও বিলাপ করলে, অধৈর্য হয়ে মাথার চুল ছিড়লে, বুক ও গালে আঘাত করলে এক সময় তার শক্তি শেষ হয়ে যাবে এবং ক্লান্ত হয়ে সে মসীবতে বিরক্তিবোধ করা থেকে বিরত হবে। ফলে সে সবর করতে বাধ্য হবে। কিন্তু তার এই সবর প্রশংসিত নয় এবং তার বিনিময়ে সে ছাওয়াবও পাবেনা।

وَإِنَّ اللهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاَهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

''আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে মসীবতে ফেলে পরীক্ষা করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি মসীবতের সময় সন্তুষ্ট থাকবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ

হতে সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি''।[১৩]

২৬. বে সবর কবিরা গুনাহ

কারোর উপর আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে কোন বিপদ আসলে তাতে অধৈর্য হয়ে বিলাপ করা, মাথা, গাল বা বুকে আঘাত করা, মাথার চুল বা পরনের জামা কাপড় ছেঁড়া, মাথা মুন্ডন করা বা নিজের সমূহ ধ্বংস কিংবা যে কোন অকল্যাণ কামনা করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ، الطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْـمَيِّتِ.

''মানুষের মধ্যে দু'টি চরিত্র কুফরি পর্যায়ের। তার মধ্যে একটি হচ্ছে কারোর বংশ মর্যাদায় আঘাত হানা আর অপরটি হচ্ছে কোন মৃত ব্যক্তিকে নিয়ে বিলাপ করা''। (মুসলিম ৬৭)

আবূ মালিক আশ্'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ.

''বিলাপকারিণী মহিলা মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে তাকে কিয়ামতের দিন উঠানো হবে জ্বালানি তেল বা আলকাতরার পোশাক পরিয়ে এবং চর্ম রোগ বা খোস-পাঁচড়ার জামা গায়ে জড়িয়ে''। (মুসলিম ৯৩৪) [১৫]

২৭. কারো নিকট হতে কষ্ট পেলে যেভাবে সবর করব

কারো থেকে কষ্ট পেলে তার থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে তাকে ক্ষমাসূলভ দৃষ্টিতে দেখা এবং ঐ পরিস্থিতে সবর করা উচিত । যে আপনাকে কষ্ট দিয়েছে তাকে প্রতি উত্তর করলে তর্কবিতর্ক হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বিধায় কোন মানুষের কাছে নিজের দুঃখ কষ্ট শেয়ার না করে আল্লাহ তায়ালার কাছে নিজের মনের কথা বললে তিনি সমাধানের পথ বের করে দিবেন ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে কষ্টদাতার জন্য বদদোয়া না করে তার হেদায়াত বা সংশোধনের জন্য দোয়া করা উচিত।[১৬]

২৮. সবর করতে না পারলেও কি পুরস্কার পাবে

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى«

তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যিনি কবরের পাশে কাঁদছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তুমি আল্লা্হকে ভয় কর এবং সবর কর। মহিলাটি বললেন, আমার কাছ থেকে চলে যান। আপনার উপর তো আমার মত মুসিবত আসেনি। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে চিনতে পারেননি। পরে তাকে বলা হল, তিনি তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দুয়ারে হাযির হলেন, তাঁর কাছে কোন পাহারাদার পেলেন না। তিনি আরয করলেন, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তিনি বললেনঃ সবর তো বিপদের প্রথম অবস্থাতেই। (সহীহ-বোখারী-১২৮৩)
মুল্লা আলী কারী রাহ বলেন,

أما إذا لم يصر الصبر طبعا ثم تذكر المصيبة ثم صبر ولو طال العهد فيثاب، كما سيأتي في الحديث، ولكن الدرجة الأعلى عند الصدمة الأولى

যদি কেউ প্রথমে ধৈর্য্য ধরতে না পারে, পরবর্তীতে তার ধৈর্য্যর কথা স্বরণে আসে, এবং অতঃপর সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তাহলে সেও সওয়াব পাবে যদিও দীর্ঘকাল পরেও সে সবর করে থাকুক না কেন? যেমন সামনের হাদীসে আসতেছে।তবে মসিবতের প্রথম মুহূর্তে সবর করাই উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[১৭]

২৯. সবরের বিনিময়ে জান্নাত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন: আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দু'টি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিই), আর সে তাতে সবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি। (বুখারী)

আতা ইবনে রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না কি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, এই কালো মহিলাটি (ইংগিত করে দেখালেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার শরীর বিবস্ত্র হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করুন। তিনি বলেন, যদি তুমি চাও সবর করতে পার। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি চাও তো আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি। সে বলল, আমি সবর করব কিন্তু আমার শরীর যে বিবস্ত্র হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ্র নিকট দু'আ করুন, যাতে বিবস্ত্র না হই। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেনঃ হে লোকেরা! তোমরা দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের আকাঙ্ক্ষা করো না, আল্লাহ্র নিকট শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন সবর করবে (অটল থাকবে) । জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ চালনাকারী ও দুশমন বাহিনীকে পরাস্তকারী আল্লাহ! তাদেরকে পরাস্ত কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী কর। (বুখারী, মুসলিম)

৩০. উপসংহার

ইসলাম আমাদেরকে মহান আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষী হওয়া ও ধৈর্যধারণের শিক্ষা দিয়েছে। ধৈর্যকে সর্বোত্তম নিয়ামত অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, ধৈর্য হচ্ছে সৎগুণের মূল। কুরআন মাজীদে সবর বা ধৈর্য শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে প্রচলিত অর্থে সবর বলতে শুধুমাত্র ধৈর্যধারণ করা, চুপচাপ সহ্য করাকেই বুঝানো হচ্ছে। যে শব্দগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা জড়তা, অসাড় ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধৈর্য বা সবরের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে দৃঢ় বা অটল থাকা অর্থাৎ কোনো উদ্দেশ্য অর্জন করতে অটলভাবে সমস্ত কিছু সহ্য করা। যত বাধা আসুক, যত বিপদ-আপদ আসুক, যত কষ্ট হোক, কিছুতেই হতাশ বা ভেঙ্গে না পড়ে সুদৃঢ়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার কাছে জান্নাত প্রত্যাশা করা। পরিশেষে,

মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সেই সকল ধৈর্যশীলদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো, যারা বিপদ-মুসিবত, দুঃখ-কষ্টে সবর করে। যারা সুখের সময় ও সুস্থতায় সবর করে। হে রব! আমাদের ধৈর্যকে তাদের মতো করে দাও, যারা একমাত্র তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য সবর করে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী। আমীন।[১৯]

তথ্যসূত্র

১. https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237

২. https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/

৩. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=2&chapter=596

৪. https://islamqa.info/bn/answers/154215/

৫. https://islamqa.info/bn/answers/3699/

৬. https://islamqa.info/bn/answers/224885/

৭.https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic life/2021/09/16/1074131

৮. https://www.alkawsar.com/bn/article/2703/

৯. https://muslimbangla.com/article/470/

১০. https://alheraralo.wordpress.com

১১. https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237

১২. সহীহ মুসলিম ৫৪-(১৫৭), ইবনু মাজাহ ৪০৩৭, সিলসিলাতুস সহীহাহ্ ৫৭৮, সহীহুল জামি ৭০০২।

১৩. https://www.hadithbd.com/books/link/?id=3973

১৪. https://www.hadithbd.com/books/section/?book=15

১৫. https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=47&chapter=6724

১৬. https://ifatwa.info/30599/

১৭. https://ifatwa.info/22279/

১৮. https://www.islamicboisomahar.com/preview.php?id=1243

১৯.https://drive.google.com/file/d/1GgvSf5CRGQUQGATNDVyBZOmrxaeQZ-69/view